প্রাণের কথা

(১ম খণ্ড)

কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ, পঞ্চগীতা, শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্, "ভক্তি"
মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক

গী[illegible]

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত।

—*—

মাসিলা 'ভক্তি-নিকেতন'.
পোঃ—আন্দুলমৌড়ী, জেলা—হাওড়া,

১৩৩৬ সাল, আশ্বিন
মহালয়া

মূল্য ।০ আনা

কলিকাতা
৭৭নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে
শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

প্রাণের কথা বাহির হইল, ভক্তবৃন্দের আগ্রহই ইহার প্রধান কারণ। অনেক সময় আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব কথা হয়, ভক্তগণ তাহা এক স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পাইতে চান। এতদিন এ বিষয়ে আমি এক প্রকার উদাসীনই ছিলাম মধ্যে মধ্যে 'ভক্তি'তে কিছু কিছু বাহির হইত কিন্তু সেও অনেকদিন পূর্ব্বে।

যাহা ভক্তিতে যখন প্রকাশ আরম্ভ হইল তখন বোধহয় আরও ২।১ খণ্ড হইবে। এই প্রথম খণ্ডখানি খুব তাড়াতাড়ি ছাপা শেষ করিতে হইল। কারণ পূর্ব্বে গ্রন্থ ছাপা হইতেছে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করায় বহু ভক্ত গ্রন্থ পাইবার জন্য লিখিতেছেন, অনেকে আসিয়া ফিরিয়াও গিয়াছেন, তাই ১ম খণ্ড তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া দিলাম। ত্রুটী বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি যথেষ্টই রহিল, ভক্তগণ নিজ নিজ মহিমাগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র আকারের হইলেও অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে পাঠে আনন্দ পাইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক। অলমতি।

বিনীত

বৈষ্ণব দাসানুদাস

সম্পাদক

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

প্রাণের কথা

ওহে দয়াময়! মঙ্গল আলয়!
অখিল-ভুবন-পতি।
জুড়াতে জীবন হে জীব-জীবন!
তোমা বিনে নাহি গতি॥

তোমার কৃপায় ভক্তি যদি পাই
তবেই জুড়ায় প্রাণ।
বিনা ভক্তি ধনে যোগ যাগ ধ্যানে
না মিলয়ে ভগবান॥

যেমনে ভকতি হয় ভবপতি
সে ভাবে ভাবায়ে দাও।
ভকতি বিরোধি ওহে গুণনিধি!
যা আছে, কাড়িয়া লও॥

ভকতি বিহীন অসার জীবন
রাখিয়া কি হবে আর।
পরাণ ভরিয়া হরি না বলিয়া
বাঁচিয়া কি ফল তার॥

ঃ ঃ ঃ

বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিষয় ভোগে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তদপেক্ষা শত শতগুণ আনন্দ ভোগে বিরত হইলে পাওয়া যায়। তাই কোন মহাত্মা উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

"ভোগে নাহি সুখ কভু সুখ যে সংযমে।
ঐশ্বর্য্যেতে কৃষ্ণ নাই, কৃষ্ণ বশ প্রেমে॥"

ঃ ঃ ঃ

একবার যদি প্রেম-ভক্তি-ডোরে ভগবানকে বাঁধিতে পারা যায়, একবার যদি তাঁহার শ্রীচরণে অকপটে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কোন বিষয়েই ভাবনা থাকিবে না; ভাবময় শ্রীহরি তোমার সকল অভাবই পূর্ণ করিবেন। তোমার মনে তখন যে ভাবের যে কোন সন্দেহই উপস্থিত হইবে, সর্ব্বজ্ঞ—জ্ঞানময়

শ্রীভগবান অন্তর্য্যামি রূপে তোমার মনোভাব অবগত হইয়া সমুদয় সন্দেহ নিরসন করিয়া দিবেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ভগবদুপাসনার কালাকাল নাই, তবে নিয়মিত ভাবে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আপনাপন গুরুদেবের উপ-দেশানুসারে যথাবিধি উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিয়মিত উপাসনা ব্যতিত মনের স্থিরতা সম্পাদন হয় না।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

সর্ব্বদা ভগবৎভাবে ভাবিত থাকিতে পারিলেই সুখ। কখন যে মৃত্যু তোমার কেশাকর্ষণ করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই জীবিত আছ, মুহূর্ত্ত মধ্যেই যে তোমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? তাই বৈষ্ণব কবি-কুল-চূড়ামণি গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন ;—"কমল-দল-জল, জীবন টলমল, সেবহু হরিপদ নিতিরে।" সুতরাং "গৃহিতা ইবকেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" অর্থাৎ মৃত্যু তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া আছে জানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। "আমি সুস্থদেহী, আমার মৃত্যুর বিলম্ব আছে সুতরাং অদ্য না হউক দুই দিন পরে

ধর্ম্ম কার্য্য করিব" এরূপ ভাবনা করিলে তাহার আর কিছুই করা হয় না, কেবল মাত্র দিনের পর দিন বৃথাই যাইতে থাকে।

ঃ ঃ ঃ

মৃত্যুকালে যে, যেভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করিবে পরজীবনে সে, সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন ভরত ঋষি মৃত্যুকালে মৃগ চিন্তা করিয়া পরজন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গীতায় শ্রীভগবান নিজে বলিয়াছেন ঃ—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

সুতরাং—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামে বৈষ্যস্য সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে,—সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ কর এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হও। এই ভাবে আমাতে মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণ অর্পিত হইলে নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

ঃ ঃ ঃ

"আমার প্রাণে ভাব নাই সুতরাং প্রাণে ভাব হইলে উপাসনা করিব" এরূপ বলা সম্পূর্ণ মূর্খতা। হাতের লেখা ভাল হউক পরে লিখিব, অথবা আগে সন্তরণ শিক্ষা হউক পরে জলে নামিব, এও কি কখন হয়? উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, প্রাণের যাবতীয় অভাব, যাবতীয় দুশ্চিন্তা দূর হইয়া ভাব প্রকাশ পাইবে। উপাসনা ব্যতিত প্রাণে ভাব আসিবে কি প্রকারে? অন্ধকার গৃহে আগে আলো আনয়ন কর, নতুবা অন্ধকার যাইবে কিরূপে? একবার একটা ক্ষুদ্র আলোক প্রকাশ পাইলেই শত শত বৎসরের অন্ধকার নিমিষে চলিয়া যাইবে। তখন আর অন্ধকার বিনাসের জন্য তোমাকে অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে না।

ঃ ঃ ঃ

গুরুদেবের আদেশানুসারে স্থিরভাবে কার্য্য করিয়া যাও, দু'চার দিন আনন্দ না পাইতে পার, দু'চার দিন প্রাণে ভাব না আসিতে পারে, তাহার জন্য নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিতে থাক, দেখিবে, দিন দিনই আত্মার উন্নতি হইতেছে। তারপর

একবার "ভজন-আঠা" তোমার জন্মিলে আর কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না।

ঃ ঃ ঃ

যে সংসার-স্রোতে পড়িয়াছ, যদি অলস হইয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দাও তাহা হইলে যে কোন্ পাপসাগরে ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। যে অবস্থায় বর্ত্ত-মানে আমরা উপনীত, তাহাতে যদি উন্নত না হইয়া কেবলমাত্র স্বীয় পদবীটীকেও (মনুষ্যত্বটীকেও) অব্যাহত রাখিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের পরম লাভ মনে করিতে হইবে।

ঃ ঃ ঃ

মনুষ্যত্ব রক্ষার উপায় যে যাহাই বলুন না কেন, আমার যেন মনে হয় একমাত্র ভগবদুপাসনাই মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রধান উপায়। উপাসনারজ্জু শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিতে পারিলে আর সংসার সাগরের ভীষণ স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতে হইবে না। তাই বলি, যদি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হয়, যদি আনন্দ লাভ করিয়া জীবন সুখময় করিতে হয় তবে নিজ নিজ গুরুর উপদেশানুযায়ী উপাসনা করা মানবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ஃ ஃ ஃ

সাধারণতঃ যে কর্ম্ম করিতে হৃদয়ে কুণ্ঠা বোধ হয়, প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়, যাহা প্রকাশ্যে করা যায় না, গুরুজনদিগকে লুকাইয়া গোপনে গোপনে করিতে হয়, যে কার্য্যের শেষে হৃদয়ে অনুতাপ আসে, সাধুগণ তাহাকেই পাপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ஃ ஃ ஃ

স্বর্ণ যেমন অগ্নি-সংস্কারিত হইলে শ্যামিকা দোষ (মলিনতা) পরিশূন্য হইয়া সুনির্ম্মল হয়, ভক্তিরূপ অগ্নিস্পর্শে চিত্তরূপ স্বর্ণেরও সেইরূপ নানা প্রকার মলিনতা, নানাপ্রকার বিরুদ্ধভাব দূরীভূত হইয়া পরমানন্দ প্রদ ভগবদ্ভাবের উদয় করে।

ஃ ஃ ஃ

বেদনা যখন লাগে, প্রাণ যখন হতাশের কঠোর কষাঘাতে কণ্ঠাগত হয় তখন পার্থিব ভোগ্য কোন বস্তুতেই মন স্থির হইতে চাহে না। যে সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া কত নিরীহ নিপীড়িতের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোলে একদিন বসুন্ধরা কাঁপাইয়া দিয়াছিলে সে অট্টালিকা যেন এখন মরুভূমির মত মনে হয়। যে প্রিয়তম পুত্রের

মুখচুম্বনে একদিন স্বর্গ সুখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে তাহা যেন এখন শত শত বিশ্চিক দংশনের ন্যায় বোধ হয়। যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইয়া জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি ঘৃণ্য পথকে অবহেলায় বরণ করিয়া লইয়াছিলে, বিবেকের শত শত নিষেধ বাণী কিছুই তোমার কর্ণে পৌঁছিত না, সেই অর্থ যেন এখন ভস্মস্তুপের মত জ্ঞান হয়। জগতের যাবতীয় মনুষ্যের মধ্যেই কখন না কখন এই ভাব আসে। তবে কেহ বা সেটাকে ধরিয়া জীবনের গতি ফিরাইয়া দেয়, কেহ বা হাল্ ছাড়িয়া স্রোতের টানে ভাসিয়াই যাইতে থাকে।

ঃ ঃ ঃ

অনন্যচিত্তে ভগবদ্ভজন পরায়ণ হইলে ঘোর দুরাচারী ব্যক্তিও যে সাধুর ন্যায় পূজ্য হয় তাহা দেখাইয়াই শ্রীভগবান নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! নিরতিশয় দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভজন পরায়ণ হইয়া আমাকেই মূলাধার জ্ঞানে ভজনা করে তাহা হইলে সেই নিতান্ত দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিও সাধুরূপে সকলের পূজ্য হইয়া থাকে। কেন না

সে আমাকে সর্ব্বমূলাধার, সর্ব্ব-কারণ কারণ জ্ঞানে ভজনা করিয়া পরম শ্রেয়স্কর কর্ম্মই করিয়াছে এবং সাধুগণ পরিগৃহীত অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ভগবদ্ভক্তের অপরিসীম মাহাত্ম্য প্রদর্শন করাইয়া সাধারণের চিত্ত ভগবন্মুখীন করিবার জন্যই ভগবানের এইরূপ নানাউপদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদিতে অজামিল প্রভৃতি নিরন্তর পাপাচার পরায়ণ দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণও অনন্যৈক-চিত্তে ভগবানের ভজনদ্বারা জগতে পরম সাধুনামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধাভক্তির যে বশ্যতা তাহার বিনিময়ে শ্রীভগবান সেইভক্তকে কৃপামৃত দান করিয়া উত্তরোত্তর ভাবের উৎকর্ষতাই প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই ভক্তকে ভগবানের প্রকৃত প্রতিদান।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ঘোর দুরাচারীও ভগবদ্‌ভজন পরায়ণ হইলে সাধু হয়, পূর্ব্বোক্ত এই বচন যেন অসঙ্গত বলিয়া আপাততঃ মনেহয়, কিন্তু স্থূলভাব ত্যাগ করিয়া একটু সূক্ষ্ম ভাবের মধ্য দিয়া বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের সত্যস্বরূপবাক্যে পরম সত্যই

নিহিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের স্তবে দেবগণের দ্বারা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে যে,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাংশরণং প্রপন্নাঃ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি সত্য-সঙ্কল্প, আপনি যাহা বলিবেন তাহা মিথ্যা হইবার নয়, সত্য-দ্বারাই আপনাকে লাভ করা যায়, এই প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, পরে ও স্থিতি সময়ে আপনিই সত্য স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, জগতের যাবতীয় সত্য আপনাতেই নিহিত আছে।

ঃ ঃ ঃ

যে একবার ভক্তিপথের পথিক হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে সে যত বড়ই দুরাচারী থাকুক না কেন, সেই হইতে তাহার চিত্ত স্বতঃই উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইবে। ভগবৎ শরণাপন্নের, ভগবৎ ভজনের এমনই মহান্ প্রভাব, ভক্তিরাজ্যের এমনই আকর্ষণ যে, একবার সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সেই আকর্ষণে পড়িলে ভজন-জনিত পরমানন্দ তখন ধীরে ধীরে ভজনপরায়ণ ব্যক্তির অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিবেই।

সাধকের প্রাণ তখন উন্নত হইয়া উত্তরোত্তর আনন্দের আশায় সেই পরমানন্দময় শ্রীভগবানের দিকেই প্রধাবিত হইতে থাকিবে।

ঃ ঃ ঃ

যখন এইভাব হৃদয়ে আসিবে, তখন সংসারের ঘৃণিত লিপ্সা, বিষয় ভোগের ক্ষণবিধ্বংসী আমোদ প্রমোদ, ইন্দ্রিয়গণের ভোগানুরাগ জনিত অতি তুচ্ছ সুখ-সম্ভোগ নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর ও যৎপরোনাস্তি হেয়রূপে প্রতীত হইবে। হৃদয়-মধ্যে একবার সৎভাবের আলো প্রকাশ পাইলে ক্রমেই তখন পাপের নিন্দনীয় পন্থায় বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হইতে থাকিবে, লালসার কুৎসিত অঙ্গুলি সঙ্কেতের অনুশরণ করিতে তখন আর প্রবৃত্তি হইবে না। ভোগ-বিলাস জনিত ক্ষণিক সুখভোগও তখন আর নয়ন-মনকে বশীভূত করিতে পারিবে না।

ঃ ঃ ঃ

তখন যে ব্যক্তি একদিন ঘোর দুষ্ক্রিয়াশীল, ইন্দ্রিয়-গণের অসৎভাব চরিতার্থ করিবার প্রধান নেতা ছিল,

সেও ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সাধুরূপে,—আদর্শ ভক্তরূপে প্রকাশ পাইবে। নৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃশ মলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমির
পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ ॥

অর্থাৎ অতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্যচেতা হয় তাহা হইলে সে পরম শোভাময় রূপেই বিরাজমান থাকে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন-হেতু চন্দ্র কখনই তিমির পরাভবতা প্রাপ্ত হয় না।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তোত্তম উদ্ধবকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানা ভাবে নানা প্রকারের কথা বলিয়া পরিশেষে ভক্তির মহিমা দেখাইয়া বলিয়াছেন ;—

"যথাগ্নি সু সমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসিভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈ নাংসি কৃৎস্নশঃ ॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা ॥"

অর্থাৎ সামান্য মাত্র অগ্নিও যেমন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া বিপুল কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করিয়া থাকে, মদ্বিষয়িণী কথঞ্চিত ভক্তির আবির্ভাবেও তদ্রূপ জীবের যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী ভক্তি যেরূপ আমাকে পাইবার পথ সরল করিয়া দেয় নানাপ্রকার যোগসাধন, সাংখ্য যোগাবলম্বন, বেদাধ্যয়ন, তপশ্চর্য্যা বা দানাদি কিছুতেই সেরূপ ফল প্রদান করিতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তিই আমাকে অতি সহজে এবং পরিপূর্ণরূপে লাভ করাইয়া দেয়।

ং ং ং

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমাত্র শ্রদ্ধাসম্বলিত ভক্তি দ্বারাই প্রিয়স্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে। ভগবন্নিষ্ঠা রূপা সুদৃঢ়া ভক্তি নীচকুলোদ্ভব চণ্ডালাদিকেও পবিত্র করিয়া তাহাদের হীন জাতিত্বাদি দোষ সমূহ বিদূরিত করিতে সক্ষম হয়। সাধন ভজনের মূল কেবল মাত্র ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে অন্য সকল প্রকার সাধন ভজনই বৃথা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—

"ধর্ম্মঃসত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুণাতি হি॥"

অর্থাৎ সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্ম্ম অথবা তপস্যা সংযুক্ত বিদ্যা এ সকল শ্রেষ্ঠ হইলেও মদ্ভক্তিবিহীন আত্মাকে ইহারা কখনও সম্যক প্রকার শান্তিপ্রদানে সক্ষম হয় না।

ঃ ঃ ঃ

অন্য কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও যে, কেবল মাত্র ভক্তি-প্রভাবে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের ফল লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে ইহা দেখাইয়া দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥'

অর্থাৎ তরুর মূলে জল সেচন করিলে যেমন তাহার রসেদ্বারা স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা সকলই পরিপুষ্ট হয়, যেমন প্রাণের পুষ্টি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সমূহও পরি-পোষিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র সর্ব্বকারণকারণ ভগবান শ্রীঅচ্যুতে ভক্তি দ্বারা অন্যান্য সকল উপাসনাই সম্যক্‌রূপে সংসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঃ ঃ ঃ

ভোজন-নিরত ব্যক্তির যেমন প্রতি গ্রাস ভক্ষা

উদরস্মাৎ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনজনিত সুখ, উদর-পূর্ত্তিজনিত তৃপ্তি এবং ক্ষুন্নিবৃত্তিজনিত প্রসন্নতা এক সময়েই লাভ হয়, শ্রীহরিভজনপরায়ণগণেরও তদ্রূপ ভজনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম-লক্ষণাভক্তি, প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিরূপ পরমেশ্বরানুভব এবং গৃহাদি বিষয় ব্যাপারে বিরক্তি এই তিন ফল এককালে লাভ হয়।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ভক্তিযোগ সাধন ভিন্ন শ্রীভগবানের ভাব, তাঁহার স্বরূপ ও সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার অন্য উপায় নাই, এ কথা শ্রীগীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন "ভক্ত্যামামভিজানাতি" অর্থাৎ এক-মাত্র ভক্তিদ্বারাই আমাকে সবিশেষ রূপে জানিতে পারা যায়।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

অর্থাৎ একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু প্রদান করে, আমি সে সমুদায়ই সাদরে গ্রহণ করিয়া দাতার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকি।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে গেলে মহামূল্য ও আয়াসলভ্য নানাবিধ দ্রব্যাদির প্রয়োজন, কিন্তু প্রাণে ভক্তি থাকিলে পথিপার্শ্বস্থ দুর্ব্বাদি-পত্র, অঙ্গনস্থিত অযত্নসম্ভূত পুষ্প, যদৃচ্ছা লব্ধ সাধারণ ফল এবং অনায়াসলভ্য জলাঞ্জলি দ্বারাই শ্রীভগবানের পূজা সম্পন্ন হইয়া উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত ক্রিয়া কাণ্ড যে কিছু নয়, তাহা নহে। যাহার সামর্থ আছে সে করুক, যাহার সে সামর্থ নাই তাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই। এইটী দেখাইতেই ভগবান এই সহজ পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

শ্রীভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই বা কোন বিশেষ পদার্থ লাভের জন্যও তাঁহার আকিঞ্চন নাই, তথাপি তিনি ভক্তের ভক্তিতে—ভক্তের প্রীতিপ্রভাবে অতি অকিঞ্চিৎকর পত্রপুষ্পাদিও যদি ভক্তির সহিত প্রদত্ত হয় তবে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ভগবান ক্ষুধা-তৃষ্ণারহিত এবং শরীর পোষণের

প্রয়োজনাতীত কাজে কাজেই তাঁহার ভোজ্য, পেয় প্রভৃতি কোন কিছুরই আবশ্যক হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,— "ন হ বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেত দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" অর্থাৎ 'সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবান ভোজন বা পান করেন না, কেবলমাত্র অমৃত দর্শনেই তিনি তৃপ্তি লাভ করেন।' তথাপি তিনি অতি সামান্য জিনিসও ভোজ্য রূপে গ্রহণ করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে,—

যে সমস্ত পদার্থ তিনি গ্রহণ করেন, তাহা ভক্তগণ একান্ত প্রাণে ভক্তি সহকারেই তাঁহাকে অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি যে ভক্তবৎসল, ভক্ত-প্রদত্ত সামগ্রী যতই তুচ্ছ, যতই সামান্য, যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, তাহা যে তাঁহার অতি আদরের—অতি প্রাণের জিনিস।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

মূলশ্লোকে "ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" অর্থাৎ "ভক্তিসহকারে প্রদান করেন" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার "ভক্ত্যুপহৃতম্" অর্থাৎ "ভক্তিসহকারে প্রদত্ত উপহার" এই কথা বলা হইয়াছে। উক্ত বাক্যে দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন আর ঋষি তপস্বীই হউন

তাঁহার প্রদত্ত রাজভোগও ভগবান গ্রহণ করেন না, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে অতি সামান্য উপহার প্রদান করিলেও তিনি তাহা সানন্দে গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট জাতি, কুল বা পাণ্ডিত্যের বিচার নাই।

꞉꞉ ꞉꞉ ꞉꞉

ভক্তি থাকিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন, আর ভক্তি না থাকিলে ব্রাহ্মণও চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ। এই জন্যই তিনি একদিন রাজা দুর্য্যোধনের প্রদত্ত নানা উপচার পরিত্যাগ করিয়া দাসীপুত্র বিদুরের নিকট ক্ষুদের কণা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি একদিন প্রিয়সখা সুদামা নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণের আনীত তণ্ডুলকণা বৈকুণ্ঠে বসিয়া অতি আনন্দে ভোজন করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি রাম অবতারে গুহক চণ্ডালের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার উচ্ছিষ্ট ফল প্রীতির সহিত ভোজন করিয়াছিলেন, আর এইজন্যই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে যবন হরিদাসকে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধ পাত্র অদ্বৈত আচার্য্যের দ্বারা প্রদান করাইয়া ভক্তের মান বাড়াইয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি প্রেমানন্দ দাস বলিয়াছেন—

"কি করে বরণ কুল।

যে কোন কুলেতে জনম হউক না

কেবল ভকতি মূল ॥

কপি কুলে ধন্য বীর হনুমান

শ্রীরাম ভকত রাজ।

রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে

ঈশ্বর সভার মাঝ ॥

দৈত্যের ঔরষে প্রহ্লাদ জনমি

ভুবনে যাহার যশ।

স্ফটিক স্তম্ভেতে প্রকট নর হরি

হইয়া যাহার বশ ॥

দেখ না কি কুল বিদুরের ছিল

খাইল যাহার ঘরে।

চণ্ডাল হইয়া মিতালি করিল

গুহক চণ্ডাল বরে ॥

দেখ না কিবা সাধনা করিল

গোকুলে গোপের নারী।

জাতি কুলাচার কি করিবে তার

সে হরি যে ভজে তারি ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী
কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ যে করে গরব
একান্ত মূরখ ভাই ॥”

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের, ভক্তের প্রতি অপরিসীম দয়া। ধনের প্রয়োজন নাই, আয়োজনের আড়ম্বরের আবশ্যকতা নাই, সহায় সম্পদের অপেক্ষা নাই অকপট প্রাণে একটু ভালবাসা তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি আড়ম্বর চান না, চান্ কেবল ভক্তি।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

তুমি অকূল সিন্ধুনীরে ভাসমান হইতে থাক বা পথ-ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গম গিরি সঙ্কটে অবস্থিত হও, কিম্বা নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে বিকল কলেবর হও, অথবা নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে প্রপীড়িত হইতে থাক, কিংবা ছিন্নকন্থা বিলম্বিত-স্কন্ধ হইয়া দেশ বিদেশ পর্য্যটন কর, অথবা ইন্দ্র-সম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া থাক সকল অবস্থাতেই সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপাসনা হইতে পারে। ইহাতে দেশ কাল বা পাত্রাপাত্রের বিচার নাই, চাই কেবল

প্রাণের ভালবাসা, চাই কেবল ঐকান্তিক ভক্তি। ভগবান ভক্তিরই বশীভূত। "ভক্ত্যা তুষ্যতি মাধবঃ।"

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ভগবদুপাসনা করা যে আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বৃথা তর্ক বা বিচারের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবতুল্য ঋষিগণ—মহাজনগণ উপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিয়া কিরূপ বিমল আনন্দ—বিমল শান্তিসুখ লাভ করিয়াছেন, কেবল তাহা ভাবিয়া তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করাই আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" সুতরাং নিজ নিজ স্বভাবের বসে মনঃকল্পিত পথে না চলিয়া মহাজনগণের অনুসরণ করাই বিধেয় ও শাস্ত্র সঙ্গত।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

আমরা যখন সর্ব্বপ্রকারে সুখৈষী, (সুখপ্রার্থী) তখন সর্ব্ব-সুখাধার আনন্দ-নিলয় পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সেবা, তাঁহাতে আত্মসমর্পনই আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ যাঁহার নিকট যে দ্রব্য থাকে তাহার নিকট সেই দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিলে যেমন প্রার্থনা পূর্ণ হইবার আশা করা যায়, সেইরূপ সর্ব্ব-সুখময় পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের

স্মরণ ভিন্ন আর সুখ পাইবার—আনন্দ পাইবার আশা কোথায় ?

ঃ ঃ ঃ

শ্রীভগবান সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। যাবতীয় রূপ, গুণ, ভাব ও কার্য্যাদি সকলই যে তাঁহার আনন্দময় সত্ত্বার বিকাশ মাত্র অন্য কিছুই নহে, এই ভাবটী দুই প্রকারে জীব-হৃদয়ে প্রতীতি হইয়া থাকে। এক জ্ঞান দ্বারা, অপর বিশ্বাস দ্বারা ; যেভাবেই হউক না কেন অকপট ভাবই বাঞ্ছনীয়।

ঃ ঃ ঃ

শ্রীভগবান সর্ব্বময় হইলেও আমরা যে সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না তাহার একমাত্র কারণ আমাদের হৃদয়ের অবিশ্বাস। আমরা কেবল মুখে সর্ব্বময় সর্ব্বময় বলিয়া থাকি, প্রাণে প্রাণে যেদিন বলিব সেদিন নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র তাঁহাকে অনুভব করিয়া ধন্য হইব। তিনি যে বায়ুরূপে বীজন করিতেছেন, সূর্য্যরূপে আলো ও উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, জলরূপে জগৎকে তৃপ্ত করিতেছেন এ সব বুঝিয়াও বুঝি না কেবল মায়ার ঘোরে। সাধুসঙ্গরূপ সুবৈদ্যের সংসর্গে যখন এই বিঘোরতা কাটিয়া প্রাণে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস আইসে তখনই জীব

তাঁহার সত্ত্বা সর্ব্বতো ভাবে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হয়। এই জন্যই সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

সৎস্বরূপ শ্রীভগবানের সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনাকেই সৎসঙ্গ বলা হয়। সৎবিষয়ের চিন্তা, সদালাপ, সৎগ্রন্থ পাঠ অথবা সৎ ব্যক্তির সঙ্গ এই গুলি সকলই সৎসঙ্গ। ইহার মধ্যে যখন যেটার সঙ্গ করিবার সুবিধা মানুষের ঘটে তখনই তাহা করা কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গই ভগবদ্ভক্তির জনক, পোষক, বিবর্দ্ধক ও রক্ষক। সৎসঙ্গের এমনই মহিমা যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই সৎসঙ্গের ফলে মহাপাপী অনায়াসে সুদুস্তর ভবনদী পার হইতে পারে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

আবার চলতি কথায়ও শুনিতে পাওয়া যায়—"সাধু-সঙ্গে স্বর্গবাস। অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ॥" একথা অতি সত্য।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

যে শক্তি দ্বারা অত্যন্ত বিপরীত ভাব, বিপরিত বিষয়

সমূহকেও যথাযথ ভাবে সংলগ্ন করা যায় সেই শক্তির নামই "যোগশক্তি।" শাস্ত্র বলেন ঃ—

"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্।"

ঃ ঃ ঃ

গাভীর সর্ব্বশরীরে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন দোহন প্রণালী দ্বারা কেবল স্তনদেশ হইতেই দুগ্ধ ক্ষরিত হয় সেইরূপ ভগবান সর্ব্বময় হইলেও সাধারণতঃ উপাসনাদি দ্বারা ভক্তের ভাবানুযায়ী প্রতিমূর্ত্তিতেই তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। অবশ্য অনেকে মূর্ত্তিপূজার বিরোধী থাকিতে পারেন, পারেন কেন—আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে ভক্তেরভাব কতদূর মিশ খাইতে পারে তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম, আর বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করি না।

ঃ ঃ ঃ

ভগবানকে দূরে মনে করিওনা, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জান। শ্রুতি বলেন ;—তিনি প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন ইত্যাদি। সকলেরই মূলে তিনি, অবশ্য প্রাণে ভগবদ্ভাবের উন্মেষ আরম্ভ হইলে তাঁহাকে যথার্থই নিকট অপেক্ষাও

নিকট বলিয়া বোধ হয়। ভাব বিরহিত ব্যক্তির নিকটই তিনি দূরে।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

কখন কাহারও দোষ, গুণ বা তাহার কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই, কারণ তুমি নিজেই ভ্রম-পরিপূর্ণ। তুমি যেটিকে ভাল মনে কর সেটি হয়তো প্রকৃত ভাল নয়, আবার তুমি যেটি মন্দ মনে কর হয়তো সেটি প্রকৃত পক্ষেই মঙ্গলকর, সুতরাং পরের দোষ গুণের বিচার না করিয়া তুমি তোমার নিজ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে থাক। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যাহাতে কুপথে মন না চলে তাহার জন্য সতত যত্নবান হও নিশ্চয় জানিবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে পতন অনিবার্য্য। কোনও ভাবুক কবি বলিয়াছেন ;—

"ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত
কিন্তু এক গম্য স্থান।
যে যেমনে পারে ট্রেণে ষ্টীমারে
হও তথা আগুয়ান॥"

প্রকৃত কথাই বটে! পথ ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু সকলকারই লক্ষ্য যে সেই এক পরম পুরুষ শ্রীভগবান তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ঃ ঃ ঃ

যথার্থ বিরাগ সম্পন্ন সাধু সকল সমাজেই সর্ব্বতোভাবে সমাদৃত কিন্তু সমাজের অথবা আমাদের দুরাদৃষ্ট বশতঃ সেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল ব্যক্তির সংখ্যা যেন দিন দিন কমিয়াই আসিতেছে। এখন বাহ্যিক চাকচিক্য লইয়াই অনেকে জন-সমাজে প্রতিপত্তি লাভ কামনায় বৈরাগ্যের ভান করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে আসক্ত এই ভাব দেখাইয়াও অন্তরে যথার্থ বিরাগ সম্পদের অধিকারী তিনিই প্রকৃত বৈরাগী, তিনিই ভগবৎ কৃপালাভে সমর্থ আর তিনিই জন-সমাজে যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র।

ঃ ঃ ঃ

প্রাণে যখন অভাব আসে, আপন পুরুষকার দ্বারা যখন সে অভাব দূর করা যায় না, অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রচুর ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দ্বারা উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণের নানাবিধ সেবা করিয়াও যখন প্রাণে শান্তি আসে না—অভাব মেটে না তখনই মানুষ সাধু সঙ্গ খোঁজে। আপন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া কি করিলে সে অভাব নিবৃত্তি হয়, কি করিলে আধি-ব্যাধি প্রপীড়িত সূচীভেদ্য অজ্ঞানান্ধকারে কর্ম্মতরঙ্গাভিঘাতে বিতাড়িত তাপিত প্রাণ শীতল হইবে তাহারই জন্য সে ব্যাকুল হয়।

সমাজের মধ্যে আজ-কাল যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া—উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া আপনাকে মনে করেন তাঁহাদের মধ্যেও এই অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিভূত হন নাই এমন লোক ক্বচিৎ মিলে। অবশ্য এই অভাব অনুভূত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টিত হওয়াও মঙ্গল-রবি প্রকাশের শুভ পূর্ব্ব মূহুর্ত্ত সন্দেহ নাই। আমাদের এখন আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত এই অভাব, এই হা-হুতাশ নিবৃত্তির উপায় কি? যোগ-যাগ ব্রত তপস্যাদি নানারূপ কঠোর অনুষ্ঠানের কথা আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই আবার শাস্ত্রেই দেখি যে, অত কঠোর না করিয়া কেবল মাত্র সাধু-সঙ্গ করিলেও সহজে মঙ্গল হয়। ইহার প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দেখাইতেও শাস্ত্র কৃপণতা করেন নাই।

⁘ ⁘ ⁘

শ্রীমদ্ভাগবতে এ সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় স্কন্ধ আলোচনা করিলে কপিলোপাখ্যানের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান কপিল দেব নিজ জননী দেবহুতিকে বলিতেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

অর্থাৎ, আমার (ভগবানের) ভক্তগণের সহিত হৃৎকর্ণ রসায়ন যে আমার লীলাগুণ কাহিনী তাহা আলোচনা করিতে করিতেই ক্রমে ক্রমে আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হইবে। তাহা হইলে আর অভাব কোথায় ? কাজেই এই সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তিকারী শ্রীভগবানে ভক্তি লাভের প্রধান উপায় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ। ভক্তি শাস্ত্র বলেন,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তেন পরিজায়তে।"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারাই ভক্তি উপজাত হয়। কিন্তু আমরা আঘাত না পাইলে, প্রাণে অভাব না আসিলে ভগবদুপাসনাতো দূরের কথা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গও করিতে চাহি না। অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে যে পুড়িয়া মরিতে হয় এটী জানিয়াও আমরা নানাপ্রকার অসৎ কর্ম্ম, নানারূপ কামনা বাসনা রূপ ইন্ধন দ্বারা অগ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।

৪ ৪ ৪

ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণে শান্তি দিতে শান্তিশতকে বলিয়াছেন,—

"অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বাবৃতবড়িশ মশ্নাতি পিশিতং।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জাল জটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥"

অর্থাৎ,—পতঙ্গ জানে না যে, পুড়িয়া মরার কি জ্বালা তাই সে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়, আর মৎস্য জানে না যে, যে মাংসখণ্ড সে আনন্দে আহার করিতেছে তাহার মধ্যেই তাহার প্রাণ সংহারক সুতীক্ষ্ণ বড়শি রহিয়াছে তাই সে লোভ-পরবশ হইয়া বরশি সহিত মাংসখণ্ড গিলিয়া আপন জীবন হারায়! কিন্তু মায়ার কি ভয়ানক ক্ষমতা, আমরা জানি যে, ভোগের বিষয়গুলি বিপদ পরিপূর্ণ, উহা ভোগ করিলেই সর্ব্বনাশ নিশ্চিত, তথাপি উহা ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু সৎ-সঙ্গ দ্বারা যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখন ঐ সকল অনিত্য বিষয় বাসনা, ভোগ-লালসা দূর হইয়া শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মে। আর একবার ভগবানে নির্ভরতা আসিলে অন্য কামনা বাসনা লইয়াও যদি ভগবদুপাসনা আরম্ভ করে তবে শেষে শ্রীভগবান নিজগুণে দয়া করিয়া তাঁহাকে নিজপাদপদ্ম দান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-

মিচ্ছাপিধানং নিজ পাদপল্লভম্ ।"

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

এইভাব হয় বলিয়াই, ধ্রুবমহাশয় প্রথমে রাজ্যৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিয়া শেষে যখন সেই পাদ-পদ্ম লাভ করিলেন তখন ভগবান তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেও তিনি আর বর লইলেন না, কারণ তিনি নিজ মুখেই আপন প্রাণের কথা ভগবানকে বলিয়াছেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসিস্থিতোঽহং

ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যম্ ।

কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং

স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥"

অর্থাৎ, রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় তোমার তপস্যা আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্র মুনীন্দ্রগণেরও অগোচর যে অমূল্য ধন, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, এটী ঠিক যেন কাঁচ অন্বেষণ করিতে আসিয়া দিব্যরত্নঃলাভের ন্যায় হইয়াছে। সুতরাং হে স্বামিন্! আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাহি না। তবেই দেখা যায় যে, শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দে একবার ভক্তির উদয় হইলে কামনা বাসনা আর হৃদয়ে স্থান পায়

না, কেন না সকল কামনার সার মুক্তি পর্য্যন্তও তখন ভক্তের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ্র সান্দ্রা।
বিলুণ্ঠিত চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্য লক্ষ্মীঃ॥"

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

বেদান্তসার বলিয়াছেন ;—"উপাসনানি সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপার রূপানি।" অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়া বিশেষের নাম উপাসনা। কেবল বেদান্তসার কেন, সকল শাস্ত্রই নানাভাবে জীবকে উপদেশ দিতেছেন যে, সর্ব্বসুখাধার পরমপুরুষ শ্রীভগ-বানের উপাসনা-বলেই জীব ভীষণ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, জরা-জন্ম মৃত্যু শোকতাপের অতীত যে পূর্ণানন্দ ময় অবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এক্ষণে সহজে এই উপাসনার বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, "যে অবস্থা লাভ করিলে জীবের কোনরূপ অভাব, কোনরূপ চিন্তা থাকে না, সেই অবস্থা লাভের জন্য যে আচরণ তাহাই উপাসনা।" উপাসনা শব্দের ধাত্বর্থ—অতি সন্নিধানে থাকা। উপ এই উপসর্গের অর্থ সন্নিধি, আর আস ধাতুর

থাকা, সুতরাং ঈশ্বরোপাসনা বলিলে তাঁহার সন্নিধানে থাকাই বুঝিতে হইবে।

ঃ ঃ ঃ

উপ+আস+অন্+আ=উপাসনা। অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করিলে জীব পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের প্রেম-সিন্ধুর গভীর তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, যে অবস্থার বলে জীব ভূমানন্দের অধিকারী হয়, তাহার সাধনোপযোগী যে কৌশল তাহার নামই উপাসনা। ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যকার উপাসনার একটা অতি সুন্দর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ;—"উপাসনং তু যথাশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদাবলম্বনমুপাদায় স্মিন্ সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান লক্ষণম্।" অর্থাৎ, যথাশাস্ত্র কোনও পথ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভগবানে চিত্তবৃত্তি তন্ময় করাকেই উপাসনা বলে।

ঃ ঃ ঃ

এক্ষণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এরূপ ভাবে নিজের সত্বাকে ভগবানের সত্বায় ডুবাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি ? এবিষয় আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, জীবের সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি অনন্ত। অর্থাৎ আমরা বহু সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি,

এবং পরেও করিব। ভগবান নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন—

"বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি নত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তবে আমি সে সমস্তই অবগত আছি, আর তুমি জ্ঞানশক্তি আবৃত থাকার জন্য সে সব কিছুই জানিতে পারিতেছ না।

ঃ ঃ ঃ

জীব কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ অর্থাৎ আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা, আমিই সকল করিতেছি ইত্যাকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ কর্ম্মদ্বারা জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু আপন স্বরূপ মোটেই জানিতে পারিতেছে না। আমি যে কে, এবং কাহার শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া আমার হৃদয়ে বল বুদ্ধি সঞ্চার করিতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। যতদিন এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হৃদয়ে বলবতী থাকে ততদিন জীব সাংসারিক নানা বিষয়ে বিভোর হইয়া ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় এবং দুঃখকে সুখ মনে করিয়া কখন আমিই সুখী আবার কখন আমিই দুঃখী ইরূপ মনে করিয়া মূহ্যমান হয়।

⁘ ⁘ ⁘

কষ্ট বোধ হইলে যেমন কষ্ট শূন্য অবস্থা মনে পড়ে, অন্ধকার দেখিলেই যেমন আলোকের অস্তিত্ব আপনা হইতেই মনে জাগে, সেইরূপ—এই সুখ এবং দুঃখ, ক্ষয় এবং বৃদ্ধির অতীত যে জীবের নিত্য প্রীতিময় অবস্থা—নিত্যানন্দময় ধাম বর্ত্তমান আছে তাহা জাগতীক এই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখাদি দ্বারাই বেশ অনুভূত হয়। যে পরমধামের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ-রসের ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া তাহারই প্রতিচ্ছায়া দ্বারা এই জগৎকে প্রতিবিম্বিত করিয়া এত মধুময় করিয়া তুলিয়াছে সেই ছায়া ধরিয়াই কায়াকে পাওয়া যাইবে। এই যে ছায়া ধরিয়া কায়াকে লাভ করিবার উপায় বা পন্থা ইহাকেই সাধুগণ উপাসনা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

⁘ ⁘ ⁘

এই উপদেশ প্রকার ভেদে অনেক রকম দেখা যায়, যে কোন প্রকারেই হউক সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত একটী সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়া নিজ নিজ গুরুর উপদেশ মত কার্য্য করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এমন দেবদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম যাহাতে শৃগাল কুক্কুরের মত

ভোগবিলাসে নষ্ট না হয় তাহা করা মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন—

লব্ধা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্ল্লভং
তত্রাপি পুংস্তং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
সহ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

মৃগ যেমন কস্তূরীর গন্ধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু সে যেমন বুঝিতে পারে না যে, যে সুগন্ধ পাইয়া সে পাগল হইয়াছে তাহা তাহারই নাভিতলগত; সেইরূপ মানুষও মোহবশে বুঝিতে পারে না যে, যে সুখশান্তিলাভের আশায় সে ছুটাছুটি করিতেছে তাহা তাহারই নিজকৃত কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সে সুখশান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে; কেবল চাই একটু ইচ্ছা আর সাধু, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

বিশ্বাস সম্বন্ধে বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে সহজেই সকল প্রকারে বিশ্বাস আইসে। সাধু মহান্তমুখে শুনিতে পাই—

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

কেবল মুখে বিশ্বাস বিশ্বাস বলিয়া চিৎকার করিলেও কিছু হইবে না, প্রাণে প্রাণে দৃঢ়ভাবে এইটা ধরিয়া রাখিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতি থাকিলে তবে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কবির ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়—

বিশ্বাস পরম ধন, পায় অতি অল্পজন।
যার ভাগ্যে ইহা মিলে, সেই ধন্য মহীতলে।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

"জীবন ও মৃত্যু" এতদুভয়ের মধ্যে বেশ একটু রসাল অথচ সৎশিক্ষাপূর্ণ ভাব দেখাইয়া কোন সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়াছেন—

"জীবন যেন দিবা আর মৃত্যু যেন রাত্রি। এ রাত্রি সামান্য রাত্রি নয়, চন্দ্র ও তারকা শূন্য ঘোর অমানিশি। জীবন সুখজনক আর মৃত্যু ভীতি বিধায়ক। জীবন সন্মুখে, মৃত্যু দূরে। জীবন উজ্জ্বল দীপশোভিত আবাস স্থান আর মৃত্যু ঘোর অন্ধকারময় অতল পর্ব্বত কন্দর। জীবনের আমি প্রভু আর মৃত্যু আমার প্রভু। জীবন আমার দাস আর আমি মৃত্যুর দাস! জীবন তরু-পল্লব-সলিল সুশোভিত সুন্দর লোকালয় আর মৃত্যু বিভীষিকা-

ময়ী মরীচিকা। জীবন আমায় সেবা করে আর মৃত্যু আমায় গ্রাস করে। জীবন অতি সুন্দর কিন্তু মৃত্যু অতিশয় ভয়াবহ।”

ঃ ঃ ঃ

সঙ্কীর্ণ পাত্রের দ্রব্য অল্পেই কলুষিত হয়, যেমন এক ঘটা জলে একটা মাছ রাখিলে সে জল আঁস ও অপবিত্র হয় কিন্তু পুষ্করিণীতে কত শত মাছ রহিয়াছে তথাপি তাহার জল অপবিত্র হয় না, কেননা সেটা বিস্তৃত পাত্র, বিস্তৃত পাত্রের দ্রব্য শীঘ্র দোষ-দুষ্ট হয় না। তাই মহাত্মাগণ এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, হৃদয় পবিত্র রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ের প্রসার কর, হৃদয় সঙ্কুচিত না করিয়া একেবারে জগৎময় ছড়াইয়া দাও। আনন্দ পাইবে—শান্তি-সুখ লাভে জীবন কৃতার্থ হইবে। সামান্য সামান্য ব্যাপারে আর হৃদয় চঞ্চল হইবে না।

ঃ ঃ ঃ

আনন্দ আত্মার স্বরূপ, সেই আনন্দ-ধাম শ্রীভগবানে যতটুকু ভাব আসিবে, অনিত্য সংসারের অনিত্য ভোগ বিলাসে ততই অশ্রদ্ধা—ততই অনিচ্ছা হইবে। যেমন দুর্গন্ধময় চিটাগুড় ভোজন পরায়ণ বালকের হাতে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন পড়িলে সে চিটাগুড় পরিত্যাগ করিয়া সেই মিষ্টান্ন

ভোজনেই রত থাকে সেইরূপ সংসার-ভোগ-বিলাসরূপ চিটাগুড় সেবনকারী জীব যদি সদ্‌গুরুর কৃপায় একবার ভগবদ্ভাবরূপ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের আস্বাদ পায় তাহা হইলে সেও আর তাহা ছাড়িয়া অনিত্য সংসার-সুখ-ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হইতে চায় না।

৪৪ ৪৪ ৪৪

সর্ব্বদা সকলকেই যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ সেই আনন্দময়—সেই মঙ্গলময় শ্রীভগবান কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য কখন জীবকে কি ভাবে চালাইতেছেন ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা তাহা কিরূপে বুঝিব? যাহার হৃদয়ে অপরিতৃপ্ততা বিদ্যমান সে কখনই সুখী হইতে পারে না, অবোধ জীব আমরা এই অপরিতৃপ্ততার কুহকে পড়িয়াই এমন দেবদুর্ল্লভ মানব জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিতেছি।

৪৪ ৪৪ ৪৪

শ্রীভগবানকে ডাকিবার প্রণালী অতি বিশুদ্ধ ভাবেই আর্য্য ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়া নিজেরা আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা আপন আপন মনঃ-কল্পিত নানা উপায় উদ্ভাবন দ্বারা এমন সুনির্ম্মল প্রণালীকেও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছি। আর্য্য-

ঋষিগণ ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ বোধে পিতা মাতা গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহারা সেইভাবে কার্য্য করিয়াই সেই অবাঙ্‌মনস গোচর শ্রীভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এখন উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও অনেককে সাক্ষাৎ দেবদেবী পিতা মাতার উপরে শ্রদ্ধা ভক্তি হীন দেখিতে পাই। ইহা কি শিক্ষার দোষ? অথবা কাল মাহাত্ম্য? কিছুই বুঝিতে পারি না। হায়রে শিক্ষা! হায়রে কাল! তোমার প্রভাবই ধন্য।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

মানুষের বাসনা অনন্ত ও অস্থির। দুঃখের সময় আমরা ভগবানকে ডাকি কিন্তু সুখ পাইলে একেবারেই ভুলিয়া যাই। যাহাতে সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, বিপদে সম্পদে সকল সময়েই সেই পরাৎপর শ্রীভগবানকে সমভাবে ডাকিতে পারি তাহার জন্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য, আর ঐ যে চেষ্টা উহার নামই হইল সাধনা।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

ভগবৎ সেবা ভিন্ন অসার সংসারে আর কিছুই সার নাই। যিনি বেশ বিচার পূর্ব্বক এই অনিত্য বিষয়-সেবা পরিত্যাগ করিয়া সেই নিত্যধন শ্রীভগবানের সেবা করেন

তিনিই ধন্য। আর শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকেই প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

যাহা আজ আছে হয়তো তাহা কাল থাকিবে না, আবার যাহা আজ নাই হয়তো কাল তাহা হইবে সুতরাং যাহা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয় না, যাহা শুনিয়া কর্ণ যথার্থ শান্তিসুখ অনুভব করে না, শান্তিময় প্রেম-নিকেতনে যাইতে হইলে সেই সকল সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

শ্রীভগবান কল্পতরু। কল্পতরু মূলে দাঁড়াইয়া যেমন যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহাই লাভ করিতে পারে, সেইরূপ ভগবানের নিকটও ভক্ত যে ভাবে যাহা প্রার্থনা করেন তাহাই পাইয়া থাকেন। এই ভগবৎ-কল্পতরুর শাখায় ধার্ম্মিকের জন্য ধর্ম্ম ফল এবং অধার্ম্মিকের জন্য অধর্ম্ম ফল ঝুলিতেছে ; যেজন যেভাবে যাহা প্রার্থনা করে শ্রীভগবান সেইভাবে তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

কর্ম্ম যোগেদ্বারা যখন চিত্তের পরিশুদ্ধতা লাভ হয়,

তখন জ্ঞানযোগেদ্বারা জানাযায় যে, শ্রীভগবানই একমাত্র সকলের মূল স্বরূপ। তিনি সকলের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান এবং যাবতীয় বস্তু সমস্তই ভগবানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখনই সাধক-হৃদয়ে এইভাব উদয় হয় তখনই ভক্তিদেবী জ্ঞান ও কর্ম্মের কঠোরতা দূর করিয়া দিয়া ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশ পান। যে কোন প্রকারেই হউক শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্বভাব হৃদয়ে উদয় হইলেই শান্তিময়ী ভক্তিদেবী তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। নিরস জ্ঞানচর্চ্চা বা কর্ম্মের কঠোর অনুষ্ঠান দ্বারা কেহ কেহ হৃদয়কে এতদূর কঠিন করিয়া ফেলেন যে, ভক্তিদেবীর কমনীয় ভাব তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

যে সকল সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী সাধক সাধিকা কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন পথে অগ্রসর হইয়া ভক্তিযোগের পথে অধিরূঢ় হইতে পারিয়াছেন ভক্তিলাভ তাঁহাদের অতি সহজেই হইয়া থাকে। তৎভিন্ন কেবল সাময়িক প্রসঙ্গাদি দ্বারা উত্তেজনাবশতঃ যে ভক্তির ভাব সাধারণতঃ উদয় হইতে দেখা যায় তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং বহু বিপদ-

সঙ্কুল অর্থাৎ তাহা দ্বারা কোনরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস লাভ হয় না। এইমাত্র অনুকূল পক্ষের কথা শুনিয়া একটা ভাব হৃদয়ে আসিল, পরক্ষণেই আবার প্রতিকূল-পক্ষের নিকট তাহার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বভাব কোথায় চলিয়া গেল; তখন পূর্ব্বের সে ভাবালোক একেবারে দূর হইয়া নৈরাশ্যের ভীষণতর ছায়া নয়ন পথে উপস্থিত হয়।

৪৪ ৪৪ ৪৪

গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যেমন ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লইয়া তদুপরি গৃহ নির্ম্মাণ করিলে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করা যায়, তদ্রূপ বেশ বিবেচনা পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান দ্বারা বিষয়টী যদি সুদৃঢ় করিয়া লওয়া যায় তবে আর বিরুদ্ধবাদির প্রতিবাদে কোনরূপেই সেভাব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানের সাহায্যে বিষয়টী আগে ঠিক করিয়া হৃদয়ে দৃঢ়তার সহিত উহা ধারণ করা কর্ত্তব্য।

৪৪ ৪৪ ৪৪

এই যে বিশ্বাস—এই যে বিশুদ্ধ ভক্তি. ইহাও সহজে লাভ হয় না। মহতের কৃপাভিন্ন ইহা লাভ হওয়া কঠিন। আবার এই যে মহতের কৃপা, যে কৃপাদ্বারা সুদৃঢ় বিশ্বাস

বা ভক্তি লাভ হয় সেই কৃপাও আবার ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ। শাস্ত্র বলেন,—"মহৎকৃপায়ৈক ভগবৎকৃপা লেশাদ্বা।" সুতরাং বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভগবৎ কৃপাভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না, আর এই সুদুর্ল্লভা ভক্তি লাভের প্রধান কারণ যে ভগবৎকৃপা তাহাও আবার মহতের কৃপা ভিন্ন লাভ হয় না। ভগবান কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহুতিকে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

অর্থাৎ সাধুদিগের সংসর্গে আমার (ভগবানের) শক্তি সম্বন্ধে হৃদ্-কর্ণ রসায়ন নানা প্রকার আলোচনা হইয়া থাকে এবং সেই আলোচনা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়।

৹৹ ৹৹ ৹৹

যে পর্য্যন্ত বিষয় বাসনা পরিশূন্য সাধু পুরুষদিগের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বা-নর্থ-নাশকারী শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারা যায় না। সুতরাং এমন যে দুর্ল্লভা ভক্তি তাহাও

ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গগুণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গগুণেই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। যদি ভক্তি লাভ করিবার বাসনা থাকে তবে একান্ত প্রাণে মহতের সেবা, মহতের সঙ্গ করা একান্ত ও অবশ্য প্রয়োজন

៖ ៖ ៖

জীবন ধারণোপযোগী নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদনান্তে যখনই যতটুকু অবকাশ পাওয়া যায় ততটুকু সময়ই সৎ-প্রসঙ্গে মহতের সঙ্গে অতিবাহিত করা উচিত। কেন না মন স্বভাবতঃই অতিশয় চঞ্চল, একটা না একটা বিষয় লইয়া মন সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছে। কাজেই এই মনকে যদি এমন একটা জিনিষ দেওয়া যায় যে, যে জিনিষ হইতে শান্তির—আনন্দের জিনিস আর নাই, তাহা হইলে মন আর ওটা সেটা করিয়া ছুটিবে না। তাই সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তায় মনকে নিয়োজিত রাখিতে পারিলে মন আর অন্য কোন ভাবনাই ভাবিতে সময় পাইবে না। নতুবা অবসর প্রাপ্ত হইলেই রজঃ ও তমোগুণের আবেশে মুগ্ধ হইয়া নানা বিষয়ের চিন্তা দ্বারা চিত্তের চাঞ্চল্য

উপস্থিত করাইয়া দেয়। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়ে।" হে অর্জ্জুন! মনুষ্যের বন্ধন ও মোক্ষের একমাত্র কারণই মন। "মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ" দশ ইন্দ্রিয়ের রাজাই মন। মস্তিস্ক বিকৃত হইলে যেমন হস্ত পদাদি আপনা হইতেই বিকৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াধিপতি মন যদি চঞ্চল হইল তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নানা প্রকার বিক্ষেপ উৎপাদন করিবে, কোন প্রকারেই ভগবৎ চিন্তা করিতে দেয় না।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

কোন্ অবস্থা দ্বারা কখন কি ভাবে ভগবৎ কৃপালাভে জীব ধন্য হয় তাহা বুঝা কঠিন, সেই জন্যই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ ভক্তি-তত্ত্ব-পিপাসুর জন্য নানারূপ সাধনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। একটু নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে, সাধনা আর কিছুই নয়, কেবল "ভক্তির বাধক প্রতিকুল বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ।" ভক্তি জীবের স্বাভাবিক ধন। রজঃ ও তমোগুণেদ্বারা অভিভূত হইয়াই আমরা চৈতন্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না। আর সেইজন্যই ভক্তির অভাব অনুভব করি। যে মুহূর্ত্তে সাধনার দ্বারা প্রতিকূল বিষয় সকল দূর করিয়া দেওয়া যায়

সেই মুহূর্ত্তেই ভক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার আপদ বিপদ দূরে পলায়ন করে।

ঃ ঃ ঃ

রিপুর পীড়নে জীব প্রপীড়িত হইয়া রিপুর দোষ দিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে রিপুর দোষ নাই, প্রযুজ্য দ্রব্যেরই দোষ। দেখ, যে লোভ বিষয়ের উপর দিলে বিষম অনর্থের কারণ হয় সেই লোভকেই যদি শ্রীভগবানের প্রতি প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। সকল রিপু সম্বন্ধেই এইরূপ জানিবে। কেবল মুখটি একটু ফিরাইয়া দিলেই হইল। তাই বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় রিপুগণের নিয়োগ প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন —

"কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী জনে
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে মদ কৃষ্ণ গুণগানে
নিযুক্ত করিবে যথা তথা ॥"

ঃ ঃ ঃ

সকল সময়েই আমাদিগের শিক্ষা প্রয়োজন। মহৎ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্য এবং প্রত্যেক শিক্ষাই সতত আমাদিগকে পুরুষোচিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। কারণ সম্মুখে যদি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করা যায় তবে পতনোন্মুখ ব্যক্তিরও চিত্তে উঠিবার আশা বলবতী হয়। সুতরাং সর্ব্বদাই সকল কার্য্য মহাপুরুষদিগের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া করা কর্ত্তব্য।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

মনুষ্য মাত্রেরই প্রত্যেক কার্য্যে কেহ না কেহ শিক্ষা-দাতা আছেন। কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে শিক্ষা করা ব্যতিরেকে জাগতীক স্বভাবজ এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহা হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য শিক্ষা লাভ করা যায়; কিন্তু আমরা সেরূপ উন্নতমনা নয় তাই সকল সময় সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি না। শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই,—অবধুত চব্বিশটি গুরু করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি যখনই যাহার নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছেন তখনই তাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

এই বিশ্বসংসার শ্রীভগবানের রাজ্য, তিনি অণু পরমাণুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, আমরা মুগ্ধ জীব, সে

ভাব লক্ষ্য করিতে পারি না বলিয়াই, পাপ কর্ম্ম করিয়া মনে করি,—কেহ দেখিতেছে না। হায়! হায়! জীব, যাইবে কোথা? তিনি যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ-মান। তোমার অন্তরেও যে তিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন। সৎ অসৎ যে কোন কর্ম্মই কর না কেন, তিনিই যে তোমার কৃতকর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান সাক্ষী। তাই বলি, ভাই! ফাঁকি দিবে কি প্রকারে?

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

সূর্য্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্ত-রূপে প্রকাশ পান, মূলে যেমন তিনি এক; পরম পুরুষ, শ্রীভগবানও সেইরূপ অনন্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা-রূপে বিরাজ করিয়া নানাভাবে লীলা করেন, কিন্তু মূলে তিনি এক। সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।" অর্থাৎ আমিই অব্যক্তরূপে সমস্ত চরাচর বিশ্বে নানাভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছি। সুতরাং ভক্ত সেই বিশ্বপতির প্রেমে বিভোর থাকিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া

থাকেন। পরম কারুণিক কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন ;—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বত্র হয় তার শ্রীকৃষ্ণস্ফূরণ ॥"

ះ ះ ះ

কাহাকেও নিন্দা করিতে নাই,—অবজ্ঞা করিতে নাই। পাপী বলিয়া তুমি একজনকে অবজ্ঞা কর কেন? তাহার ভিতরে কি ভগবৎ-শক্তি নাই? যখন কাল বিষধরের মস্তকেও মণি, পঙ্কিল সরোবরেও পদ্ম এবং ভয়ানক কণ্টক পরিপূর্ণ পল্লবেও মনোরম পুষ্পের উদ্ভব হইতে পারে, তখন যে পাপীর হৃদয়ে ভগবৎ-শক্তির অভাব আছে তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারি? তবে পাপীকে অবজ্ঞা না করিয়া যাহাতে তাহার পাপ প্রবৃত্তি দূর হয় তাহার জন্য তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ះ ះ ះ

অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, "সংসারের জ্বালা লইয়াই অস্থির; স্ত্রী-পুত্র,পরিজনবর্গের ভরণ পোষণে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, কখন সাধন ভজন করিব? সংসার হইতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচি।" সংসার-জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এরূপ মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু

একবার ভাবিয়া দেখ তো ভাই! সংসার হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবে? কোথায় যাইয়া এ জ্বালার হাত হইতে রক্ষা পাইবে? ভাই! স্ত্রী-পুত্র, বিষয় বৈভব তো তোমার সংসার নয়, সংসার তো তোমার মন। মনকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে বল দেখি? যেখানেই যাও, —যেখানেই থাক, মন তোমার স্থির না হইলে, সে 'ছেঁড়া কাঁথায় শোয়াইয়াও লক্ষ টাকার স্বপ্ন' দেখাইতে কিছুতেই ছাড়িবে না। গীতার কথা স্মরণ কর, "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।"

ঃ ঃ ঃ

তাই বলি, ভাই! যথার্থই যদি জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে বৃথা ছুটাছুটি করিয়া জ্বালা বাড়াইও না। স্থির হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনা কর। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুরন্ত মনকে যদি পুরীষ-পূর্ণ বিষয় হইতে তুলিয়া ভগবৎ পদার-বিন্দে নিয়োগ করিতে পার, তবে দেখিবে যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকলই তোমার নিকট শ্রীভগবানের পার্ষদ্ বলিয়া প্রতীত হইবে; তখন সত্য সত্যই প্রাণ জুড়াইবে;—হৃদয়ে শান্তিপাইবে;—তুমি সর্ব্বদা সেই সচ্চিদানন্দময়

শ্রীভগবানের পূর্ণানন্দময় ভাবসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া প্রাণ মন শীতল করিতে পারিবে।

⁘ ⁘ ⁘

সংসারবন্ধন জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা থাকিলে শ্রীভগবানকে ভক্তি-রর্জ্জু দ্বারা অতিশয় দৃঢ়ভাবে বন্ধন কর। এমন ভাবে বাঁধিবে যেন তিনি বন্ধনের যাতনা বেশ বুঝিতে পারেন; তাহাহইলে তিনি আর তোমাকে বন্ধন অবস্থায় রাখিয়া দুঃখ দিতে পারিবেন না, বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তোমাকে তাঁহার পরমানন্দময় অভয় পদারবিন্দে স্থান দিবেন।

⁘ ⁘ ⁘

যিনি আত্মচিন্তারত, তিনি কখনও পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিতে পারেন না; উহা তাঁহার নিকট নীচ প্রবৃত্তিসম্ভূত কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ আত্ম-তত্ত্ব-চিন্তন-শীল ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বদাই অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অপরাধী বলিয়া মনে করেন। তিনি মনে করেন, আমা-অপেক্ষা জগতের সকলেই ভাল।

⁘ ⁘ ⁘

যতদিন শিশু গমনাদি কার্য্যে অসমর্থ থাকে, মা ভিন্ন কিছুই জানে না, ততদিন যেমন মাও তাহাকে ছাড়িয়া থাকে না, বালকের যখন যাহা প্রয়োজন তাহা যেমন না চাহিলেও মা আপনা হইতে বুঝিয়া দিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীভগবানে যদি আমরা একেবারে মাতৃ-নির্ভর-পরায়ণ শিশুরমত অকপটে সমস্ত নির্ভর করিতে পারি তবে আর আমাদিগের ভাবনা কি! তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রয়োজনানুযায়ী সকল বিষয় প্রদান করিয়া অভাব পূর্ণ করিবেন।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া মনের কথা বলিতে নাই! বিশ্বাসের বাজার এত সুলভ করিলে ধন, কুল, মান, জাতি,শান্তি, সুখ এমন কি, দুর্ল্লভ জীবনপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। এই সংসারে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। একদল লোক চোরের নৌকায় সাধুর নিশান তুলিয়া বেড়ায়, আর একদল লোক সাধুর নৌকায় চোরের নিশান তুলিয়া বেড়ায়, তবে দ্বিতীয় দলের সংখ্যা খুব কম এবং চেনাও শক্ত। যদি কোন রকমে সাধু-গুরু-কৃপায় দ্বিতীয় দলের সঙ্গ পাওয়া যায়, তবে যথার্থই তাপদগ্ধ জীবনের মঙ্গল হইয়া থাকে।

ঃ ঃ ঃ

যেমন অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে হইলে নিয়মিত ভাবে কলেজে বা স্কুলে যাইতে হয়, শিক্ষকের আজ্ঞাবহ হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়, ধর্ম্ম-তত্ত্ব জানিতে হইলেও সেইমত গুরুমুখী শিক্ষার দরকার। অনেকে মনে করেন শাস্ত্র-গ্রন্থ তো পড়িয়াই আছে, দেখিয়া শুনিয়া নিজে নিজে ঠিক করিয়া নিলেইত হয়? প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাতে কাজ হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমি নিজে, নিজের মনেরমত করিয়া মত গঠন করিয়া লইতেই ব্যস্ত হইব, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য আমাকে বলিয়া বুঝাইবেন। শাস্ত্রকারগণ এই জন্যই পুনঃ পুনঃ গুরুপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা বলিয়াছেন।

ঃ ঃ ঃ

উপাসনা সগুণেরই করিতে হয়, যাঁহারা ভগবানকে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নিরঞ্জন ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকেন তাহাদের মতের সহিত সাধকের মতের মিল হয় না। কারণ উপাসনা যখন মনের দ্বারা করিতে হইবে তখন বাক্য-মনের অগোচর করিয়া ভগবানকে ধারণা করা কি প্রকারে সম্ভব হয়?

ঃ ঃ ঃ

আমাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া অনেকে ঠাট্টা করেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, প্রতিমাদির আবির্ভাব সাধকের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিমাদি মানেন না তাঁহারা ঈশ্বরকেও মানেন না। কেন না ঈশ্বর সগুণ,তিনি নির্গুণ নন। তাহা ছাড়া যাহাকে আমরা মায়া বলিয়া থাকি সেই মায়াই প্রকৃতি, আর মায়া উপাধি-যুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর সেই ঈশ্বর কি কখনও নিরাকার হইতে পারেন? সেই ব্রহ্মই গুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি উপাধিধারী হইয়াছেন। যিনি প্রকট ও জ্ঞেয় তিনিই ঈশ্বর ; তিনিই জীবের উপাস্য এবং উপাসকের ভাবানুযায়ী ফলদাতা।

ঃ ঃ ঃ

সগুণ ও নির্গুণ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

নির্গুণং সগুণশ্চেতি দ্বিধামদ্রূপমুচ্যতে।

নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্ ॥

অর্থাৎ মায়া উপাধিহীন ব্রহ্ম নির্গুণ এবং মায়া উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই সগুণ। কাজেই উপাসনা স্থূলেরই হয়। ব্রহ্মের যেভাব নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ সেটী উপাস্য

নয়। তাহা যদি হইত তাহা হইলে তিনি সুরাসুরের যুদ্ধে সাকার হইয়া আবির্ভূত হইতেন না। আর যুগে যুগে যাঁরা অবতার হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদেরও আসিতে হইত না। যেমন সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই লয় হইয়া যাইত। মোট কথা উপাসকের উপাসনার সুবিধার জন্যই তিনি শরীর পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হয়নে।

মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে অশেষ দুর্গতি হয়। শাস্ত্র-পাঠে আমরা জানিতে পারি—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্ম লোকানাশীষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

অর্থাৎ মহতের অমর্য্যাদা করিলে আয়ু অল্প হইয়া যায়, সম্পত্তি ধ্বংশের পথে গমন করে, যশ ও ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, গুরুজনের আশীর্ব্বাদও তখন ফলপ্রদ হয় না, এক কথায় সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের পথই রুদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই কোন প্রকারে যাহাতে মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

সামান্য-জল সিঞ্চনে যেমন পাথর গলে না, বৈরাগ্যের নির্ব্বিকার হৃদয়েও সেইরূপ তুচ্ছ ভোগসুখের প্রলোভন-বাক্য স্থান পায় না। তবে সে বৈরাগ্য খাঁটি হওয়া চাই।

লোক দেখান বাহ্যিক বৈরাগ্যের আবরণ থাকিলে সামান্য কারণেই পথভ্রষ্ট হইতে হয়।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

আমরা অনেক সময় সাধুসঙ্গ করিতে যাইয়া অনর্থ করিয়া বসি, হয়ত কোন মহতের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল কিন্তু তাঁহার নিকট চাহিয়া লইলাম ভোগের বিষয়। কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সাধুর কাছে সন্তান কামনা, অর্থের কামনা, শত্রু বিনাশের কামনা, মামলা জয়ের কামনা লইয়া গিয়া লোক বসিয়া আছে, সৎবিষয়ের আলোচনা করিবার কোন সুযোগও তাহাদের হয় না। যদি অন্য লোকে কোন সৎআলোচনা আরম্ভ করে তাহারা অমনি সেস্থান ত্যাগ করে। এগুলি নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিন প্রকার প্রমাণ-বৃত্তি আছে। শাস্ত্র বলেন—

"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।"

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রত্যক্ষ, কার্য্য কারণ সম্বন্ধে বিচার করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা অনুমান, আর বেদ বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস বশতঃ যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে আগম বলে। উদারহণছলে বলা

যায়—যেমন আকাশে মেঘ হইয়াছে তাহা দেখিয়া মেঘে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল, মেঘ হইতে জল হইবে ইহা অনুমান জ্ঞান, আবার জল সূর্য্যকিরণে বা অগ্নি উত্তাপে বাষ্পাকার ধারণ করিয়া থাকে ইহা আগম জ্ঞান।

∷ ∷ ∷

কায়মনোবাক্যে অসত্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি সত্য অবলম্বনে বিপদ আসে আসুক, তাহাতে ভীত হইও না, মনে রাখিবে জলের আলিপনা যেমন ক্ষণকাল পরেই অদৃশ্য হইয়া যায়, অসত্যও সেইরূপ তোমাকে পরীক্ষা করিয়া—তুমি সৎপথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছ কিনা বুঝিয়া চলিয়া যাইবে, তখন তুমি অপার—অনন্ত আনন্দ ভোগের অধিকারী হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত তুলনা করিলেও সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়।

∷ ∷ ∷

একবার এক যোগীপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন—

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপী শতাৎক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎপুত্রঃ সত্যং পুত্র শতাদ্বরম্ ॥

অর্থাৎ শত কূপ অপেক্ষা একটী পুষ্করিণী শ্রেষ্ঠ, শত পুষ্করিণী অপেক্ষা একটী যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ,শত যজ্ঞ অপেক্ষা একটী পুত্র শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শত পুত্র অপেক্ষাও সত্য শ্রেষ্ঠ। আমাদের অবনতি এই সত্যভ্রষ্ট হইয়াই হইয়াছে। কারণে অকারণে অসত্য যেন আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

মৌনব্রতে মনের একাগ্রতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় সুতরাং যিনি মনের একাগ্রতা লাভ করিতে চান, তিনি তর্ক-প্রবৃত্তি ও বাচালতা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। শাস্ত্র বলেন —শ্রদ্ধান্বিত শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ধর্ম্মকথা বলিবার জন্যও মৌনব্রত ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। যেখানে রজোগুণ বা তমোগুণান্বিত লোকের সংখ্যা বেশী, সেখানে ধর্ম্মালোচনা উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক ঘটায়। জিহ্বাকে নিগ্রহ করিয়া তাহাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া চির মৌনী হওয়াও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য জিহ্বাকে দমন রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে পরম আনন্দের অধিকারী হইতে পারা যায়।

ঃঃ ঃঃ ঃঃ

দুঃখের কশাঘাত আছে বলিয়াই সুখ তোমার নিকট এত আনন্দের। হৃদয়ের স্পন্দন আছে তাই তুমি বাঁচিয়া আছ; যে মুহূর্ত্তে ঐ স্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইবে সেই মুহূর্ত্তেই যেমন তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; সেইমত দুঃখের কশাঘাত আছে বলিয়াই তুমি সুখের জন্য লালায়িত হও, যদি দুঃখের তাড়না না থাকে, বন্ধ হইয়া যায় তবে তুমিও নিশ্চল হইয়া থাকিবে। মানুষ কি তাই চায়?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়ের সম্পাদিত

মূল ও সরল বঙ্গানুবাদসহ

গুরুগীতা, পাণ্ডবগীতা, সপ্তশ্লোকী গীতা, তুলসী গীতা ও বৈষ্ণব গীতা

একত্র

"পঞ্চ-গীতা"

নামে

প্রকাশ হইয়াছেন।

একখানির মূল্য ।৵০ আনা
৬ খানির কম ভিঃ পি হয় না।

।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে
১ খানি পাঠান হয়।

মাসিলা ভক্তি-কার্য্যালয়
পোঃ আন্দুলমৌড়ী, জেলা—হাওড়া।